বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অংশীদারিত্ব ও বাজেট ভাবনা

পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী, যুব জনগোষ্ঠী, এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছর ও পরবর্তীকালের বাজেটসমূহের জন্য প্রস্তাব

গবেষণার সারসংক্ষেপ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক সুপারিশমালা

ALRD এএলআরডি

HDRC Human Development Research Centre
humane development through research and action

ঢাকা: মে, ২০২৫

প্রেক্ষিত

বৈষম্য উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনকারী ব্যবস্থাকে রোধ করবার ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেট একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার। নাগরিক অধিকারের অন্যতম ভিত্তি বাজেট কেবল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দলিল নয়, এটি হওয়া উচিত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায্যতার রূপরেখা। বাজেট হতে হবে ন্যায্য, প্রয়োজনভিত্তিক, এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রণীত; যেখানে প্রতিটি খাতের বরাদ্দ বরাদ্দ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের বাস্তব সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করবার স্পষ্ট দিশা ও পথ-পদ্ধতি দেখাবে। অথচ, বিগত বছরগুলোর মতোই বাংলাদেশের ২০২৪–২৫ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী—যারা দেশের ৯০% জনগণ—তাদের জন্য বরাদ্দ অপ্রতুল, কাঠামোগতভাবে অনুপস্থিত, লক্ষ্যভিত্তিক নয়। অতিপ্রান্তিক জনগণের জন্য বাজেটে প্রায় কোনো লক্ষণীয় উপস্থিতি নেই।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিয়ে সক্রিয় বেসরকারি সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)-এর পরিচালিত এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয় বাজেটে দেশের প্রান্তিক ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দের ন্যায্যতা বিশ্লেষণ করা। এই গবেষণায়, প্রধানত, নির্বাচিত ছয়টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে কী ধরনের বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। বিশ্লেষণে তিনটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে: (১) উন্নয়ন প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট লাইন আইটেমে তাদের জন্য কী পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ রয়েছে, (২) এই বরাদ্দ বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট কিনা, এবং (৩) যদি বরাদ্দ যথেষ্ট না হয়, তাহলে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত বরাদ্দ কত হওয়া উচিত।

গবেষণা-পদ্ধতি

এই গবেষণায় ছয়টি লক্ষ্য জনগোষ্ঠী—পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষ, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী, নগর দরিদ্র, যুব সমাজ এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংশ্লিষ্ট জনগণ—এর জন্য বাজেট বরাদ্দের অবস্থা ও ন্যায্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হিজড়া, দলিত, চা-শ্রমিক ও নদীভাঙা মানুষের মতো অতিপ্রান্তিক কিছু গোষ্ঠীর প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ২০২৪–২৫ অর্থবছরের বাজেট ও এডিপিভুক্ত প্রকল্প বিশ্লেষণ করে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সাথে যুক্ত করা হয়েছে অনুমিত পরিচালন বাজেট। বাজেট দলিল, এডিপি তালিকা, পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন তথ্য, সংবাদমাধ্যমের তথ্য ইত্যাদিকে মাধ্যমিক উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটি ২০২৪–২৫ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেটকেই (সংশোধিত নয়) বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, কারণ এটিই সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের প্রতিচ্ছবি।

গবেষণায় তিনটি আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে—যেখানে দেশের সবকটি বিভাগ থেকে আগত সংশ্লিষ্ট দুই শতাধিক অংশগ্রহণকারী ছিলেন; এসব আলোচনার ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই, বিশ্লেষণ, ও সংশ্লেষ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল ও সুপারিশ যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকায় ১৫ মে, ২০২৫ তারিখে একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে শতাধিক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে প্রাপ্ত মতামত ও প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে গবেষণার উপসংহার ও সুপারিশসমূহ পরিমার্জন করা হয়। পাশাপাশি, যেহেতু এই গবেষণা এএলআরডি এবং এইচডিআরসি-এর একটি ধারবাহিক কাজ, যেটি গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ চালু রয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে পূর্বতন তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণও এই

গবেষণায় কাজে লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি, বছরব্যাপী নানান অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মধ্য দিয়েও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, উন্নয়নকর্মী, আইনজীবী, সংবাদকর্মী, রাজনীতিক, গবেষক, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন। গবেষণার হিসাব-পদ্ধতিতে ভিন্ন মত থাকলেও, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দ যে চরমভাবে অপ্রতুল, তা নিয়ে সংশয়ের কোনো স্থান নেই।

গবেষণার ফলাফল

পারিবারিক কৃষি

বাংলাদেশে গ্রামীণ জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি "পারিবারিক কৃষি"। জাতিসংঘ ২০১৯ থেকে ২০২৮ সালকে "পারিবারিক কৃষি দশক" ঘোষণা করলেও, বাংলাদেশের বাজেট নীতিতে এর প্রতিফলন অতি সীমিত। কৃষি শুমারি ২০১৯-এর উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে দেশের মোট কৃষিখানার ৯২%–ই পারিবারিক কৃষি খানা। আমাদের হিসেবে, বাংলাদেশের পারিবারিক কৃষি খানার সংখ্যা বর্তমানে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৯০ এবং জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ২২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৩৪ জন (দেশের ৩৭%)।

আমাদের হিসেবে—২০২৪–২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ২৪,১৯৮.৬ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৩%। এ খাতের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ৩,৮৮৪.৯ টাকা, যা জাতীয় মাথাপিছু গড় বরাদ্দ (৪৭,০৩২ টাকা)-এর তুলনায় ৯১.৭% কম।

গ্রামীণ নারী

গ্রামীণ নারীর বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষাপট, প্রয়োজন ও সংকট জাতীয় বাজেটে উপেক্ষিত বাংলাদেশে গ্রামীণ নারী জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৮%) হলেও, জাতীয় বাজেটে তারা বঞ্চিত। গ্রামীণ নারী দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উৎপাদন ও পল্লী অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হওয়া সত্ত্বেও—কৃষক হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাননি। কাজের স্বীকৃতি না থাকায় ভর্তুকি, প্রশিক্ষণ, ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা থেকেও তারা প্রায়শই বঞ্চিত হন।

আমাদের হিসেবে— ২০২৪–২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য সরাসরি বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫,২৫৮.৮ কোটি টাকা—যা মোট বাজেটের মাত্র ১.৯%। মাথাপিছু বরাদ্দ ১,৪৮৬.৪ টাকা, যা জাতীয় মাথাপিছু গড় বরাদ্দ (৪৭,০৩২ টাকা)-এর তুলনায় ৯৬.৮% কম।

যুব জনগোষ্ঠী

যুব জনগোষ্ঠী দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় মানবসম্পদ। ২০২৪ সালে ১৫–২৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৮০ জন, যা মোট জনসংখ্যার ১৯.১%। অথচ এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৫৬ জন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা কর্মসংস্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন (Not in Education, Employment, or Training-NEET), যার মধ্যে গ্রামীণ যুবদের ক্ষেত্রে এই হার ৩৭% এবং নারীদের মধ্যে তা প্রায় ৫৩%— যা এক ভয়াবহ সংকেত। বরাদ্দের বড় অংশ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে, যা জরুরি, কিন্তু সরাসরি যুবদের দক্ষতা বা কর্মসংস্থানে কতটুকু কাজে লাগে সেটিই অন্যতম বিবেচ্য—সেখানেই প্রশ্ন আসে অগ্রাধিকার ঠিক করবার। যুব উন্নয়নের নামে বরাদ্দকৃত অর্থের বড় অংশ বাস্তবিক অর্থে যুবদের জীবনমান উন্নয়নে কাজে আসে না—যা পরিকল্পনার ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে।

আমাদের হিসেবে—২০২৪–২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে দেশের বিশাল যুব জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ ৩১,৫৬৭.১ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৪%। মাথাপিছু বরাদ্দ ১০,২৮৩.৯ টাকা—জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দ ৪৭,০৩২ টাকার তুলনায় প্রায় ৭৮% কম।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বরাবরই মূল ধারার বাইরে বা "অ-জনগণ" (un-people) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। দেশের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় ৫০ লক্ষ আদিবাসী জনগোষ্ঠী (যে সংখ্যা ও গোষ্ঠীর সংখ্যা নিয়ে রয়েছে বিস্তর আলাপ ও মতানৈক্য) জাতীয় নীতিমালা ও বাজেট কাঠামোর প্রান্তে অবস্থান করছেন। আদিবাসীদের সম্মানজনক স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সংখ্যা নিয়ে রাষ্ট্রের লুকোচুরি এবং অনীহা ঐতিহাসিক এক বাস্তবতা। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ বরাবরই অপ্রতুল, বিচ্ছিন্ন ও নীতিগত অনীহার মধ্যে প্রণীত। প্রকল্পগুলোর বেশিরভাগই তাদের স্বতন্ত্র চাহিদা, সাংস্কৃতিক বাস্তবতা ও মানবাধিকার বিবেচনায় আনেনি। প্রকল্প বাস্তবায়ন, উপকারভোগী নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ প্রায় অনুপস্থিত।

আমাদের হিসেবে—২০২৪–২৫ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দকৃত পরিমাণ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে মোট বাজেটের মাত্র ০.৪২%—যেখানে তাদের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার ৩%। আদিবাসীদের গড় মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৬,৭৫২.৬ টাকা, যা জাতীয় গড় মাথাপিছু বরাদ্দ (৪৭,০৩২ টাকা)-এর তুলনায় ৮৬% কম।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত মানুষ

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার খণ্ডিত প্রশাসনিক বিষয় নয়—গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন। জাতীয় নীতিমালায় ক্রমাগত কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্ব কমেছে—নেই কাঠামোগত দিকনির্দেশনা। ফলে, সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দের চরিত্র—ডিজিটালাইজেশন, অবকাঠামো উন্নয়ন, ও প্রশাসনিক আধুনিকায়ন-কেন্দ্রিক। উপেক্ষিত—ন্যায্যতা, জমি-জলা পুনর্বণ্টন, জমি-জলা ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত মানুষ বাংলাদেশে বিশাল জনগোষ্ঠী—২০১৬ সালের গবেষণা অনুযায়ী, এরা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৩%, এবং রক্ষণশীল হিসাবে ধরলেও কমপক্ষে ৭০% বা ১১ কোটি ৮৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৮৭ জন। অথচ জাতীয় বাজেটে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য "কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার" নামে কোনো স্বতন্ত্র উপখাত বা লাইন আইটেম নেই। ভূমি, কৃষি, পানি সম্পদ এবং কারিগরি খাত মিলিয়ে "কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার" সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ ২০২৪–২৫ অর্থবছরে ৪,১২৬.০ কোটি টাকা—যা মোট বাজেটের মাত্র ১.৫%।

আমাদের হিসেবে—২০২৪–২৫ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ ১১,৬৭৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১.৫%। মাথাপিছু বরাদ্দ ৯৮৫ টাকা—জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দ ৪৭,০৩২ টাকার তুলনায় প্রায় ৯৮% কম।

নগর দরিদ্র

বাংলাদেশে দ্রুত গতির নগরায়নের ফলে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালে দেশে নগর দরিদ্রের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৫৪ জন, যা মোট জনসংখ্যার ৭.৫ শতাংশ। এই জনগোষ্ঠীর পানি, স্যানিটেশন, আবাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অতি নাজুক। অধিকাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করায় কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তাহীনতা নগরের দরিদ্র মানুষের নিত্যদিনের বাস্তবতা। নগর দরিদ্রদের জন্য বাজেট কাঠামো খণ্ডিত এবং অংশগ্রহণবিমুখ—নেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাগত দৃষ্টিভঙ্গি। অধিকাংশ প্রকল্পে নারীবান্ধব সেবা, প্রতিবন্ধী ও শিশুবান্ধব আবাসন, এবং জীবনধারণ নিশ্চিতকরণে টেকসই পদক্ষেপ নেই। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নগরের দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিও সীমিত। স্থানীয় সরকার বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পে বরাদ্দ থাকলেও এর একটি বড় অংশ সরাসরি নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায় না বা তাদের প্রকৃত সমস্যার সমাধানে ব্যবহার হয় না।

আমাদের হিসেবে—২০২৪–২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে নগর দরিদ্রদের জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ১৩,৩৪১ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৪%। মাথাপিছু বরাদ্দ ১০,৪৮২ টাকা, যেখানে জাতীয় মাথাপিছু গড় বরাদ্দ ৪৭,০৩২ টাকা—অর্থাৎ নগর দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ ৭৮% কম।

এক নজরে—*২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের নিরিখে*

জাতীয় বাজেটে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দের প্রবণতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, জনসংখ্যার অনুপাতে তাদের অবস্থান বিশাল হলেও মাথাপিছু বরাদ্দ জাতীয় গড়ের তুলনায় ৭৮% থেকে ৯৮% পর্যন্ত কম। এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে দেখায় যে বাজেট কাঠামো ন্যায্য বরাদ্দের বদলে বৈষম্যমূলক ধারা বজায় রেখেছে।

জনগোষ্ঠী	জনসংখ্যা (কোটি)	দেশের মোট জনসংখ্যার অংশ (%) *	মোট বাজেটে শতকরা	মাথাপিছু বরাদ্দ (টাকা)	জাতীয় গড় বরাদ্দের তুলনায় ঘাটতি (%) **
পারিবারিক কৃষি	৬.২২	৩৬.৭	৩.০	৩,৮৮৪.৯	৯১.৭
গ্রামীণ নারী	৫.৬৭	৩৩.৪৬	১.৯	১,৪৮৬.৪	৯৬.৮
যুব জনগোষ্ঠী	৩.২৪	১৯.১২	৪.০	১০,২৮৩.৯	৭৮.০
আদিবাসী	০.৫	২.৯৫	০.৪২	৬,৭৫২.৬	৮৬.০
কৃষি-ভূমি-জলা সংশ্লিষ্ট মানুষ	১১.৮৬	৬৯.৯৮	১.৫	৯৮৪.৫	৯৮.০
নগর দরিদ্র	১.২৭	৭.৪৯	৪.০	১০,৪৮২.০	৭৮.০

** ২০২৪ সালের জন্য অনুমিত দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ২৬৭ জন।*

*** আমাদের হিসেবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে জাতীয় মাথাপিছু গড় বরাদ্দ ৪৭,০৩২ টাকা।*

আরও যেখানে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নজর দেয়া প্রয়োজন

আরো কয়েকটি বর্গের মানুষের প্রতি অগ্রাধিকারভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। যথা: হিজড়া, দলিত জনগোষ্ঠী, চা-শ্রমিক, নদী-ভাঙা মানুষ—যা পরবর্তীতে আলাদা-আলাদা, নিবিড় গবেষণার দাবি রাখে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি আরো অনেক প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের কথা এখানে উল্লেখ না করা হলেও, তাদের জীবনের বঞ্চনা কোনো অংশে কম নয়।

হিজড়া জনগোষ্ঠী: হিজড়া জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় বাজেট কাঠামোয় অন্যতম অবহেলিত একটি জনগোষ্ঠী। ২০২২ সালের জনশুমারিতে তাদের সংখ্যা মাত্র ৮,১২৪ জন, অথচ এই সংখ্যা বাস্তবে ১.৭৫ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। নীতিনির্ধারণী কাঠামোতে তাদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। বর্তমান বাজেটে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো স্বতন্ত্র লাইন আইটেম নেই; বরং তাদের মধ্যে ষাটোর্ধ ব্যক্তির জন্য একটি নগন্য ভাতা কাঠামোর মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা জীবনের প্রয়োজন ও সংকটের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, প্রশিক্ষণ বা খাসজমি বরাদ্দ—সবক্ষেত্রেই তারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই উপেক্ষিত।

দলিত জনগোষ্ঠী: দলিত জনগোষ্ঠী—যারা দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত—তাদের প্রকৃত সংখ্যা ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ হলেও, সরকারি নথিপত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নেই। এই পরিসংখ্যানগত অনুপস্থিতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুপস্থিতি তাদের রাষ্ট্রীয় বাজেট কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিকে চরমভাবে সীমিত করেছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও আবাসনের মতো মৌলিক সেবায় তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ নির্ধারিত হয়নি। তারা বাস করেন ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ বস্তিতে, ভোগেন চরম পুষ্টিহীনতা ও রোগে, এবং সামাজিক বৈষম্যের কারণে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকেও থাকেন বঞ্চিত।

চা-শ্রমিক: বাংলাদেশের চা-শিল্পে কর্মরত লক্ষাধিক চা-শ্রমিক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আবাসনের মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাজেটে তাদের কোনো প্রতিফলন নেই। দেশের অর্থনীতিতে চা রপ্তানি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলেও চা-শ্রমিকরা বাজেটে উপেক্ষিত। দৈনিক মজুরি অপ্রতুল হওয়ায় তাদের জীবনযাপন দুর্বিষহ এবং এই প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মেও বঞ্চনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বাজেট কাঠামোয় চা-শ্রমিকদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র বাজেট লাইন নেই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও আবাসনের ক্ষেত্রে চা-শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ বা কর্মসূচি নেই।

নদী-ভাঙা মানুষ: নদীভাঙন একটি দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ সংকট, যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বহুমাত্রিক। প্রতিবছর গড়ে প্রায় এক লক্ষ পরিবার নদীভাঙনের শিকার হন, যার মধ্যে অন্তত ৫০ হাজার পরিবার তাদের বসতভিটা, জমি ও সম্পদ হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। বাস্তুচ্যুত এসব মানুষ শুধু গৃহহীনই নয়, বরং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন এবং এক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে পড়েন । এই বাস্তুচ্যুতি শহরের অবকাঠামোতেও চাপ সৃষ্টি করে। অথচ বাজেটে নদীভাঙন প্রতিরোধ বা পুনর্বাসনে সুসংহত ও পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই, যা নীতিগতভাবে একটি বড় ঘাটতি।

অগ্রাধিকারভিত্তিক সুপারিশমালা

১. পারিবারিক কৃষি

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে পারিবারিক কৃষি নির্ভর মানুষের জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ৭৩ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

১. সর্বোচ্চ ৫ বিঘা কৃষি জমির মালিক যারা তাদের পারিবারিক/ছোট কৃষক হিসাবে বিবেচনা করে তাদের জন্য বিনা জামানত এবং স্বল্প সুদে কৃষি ঋণসহ, ভর্তুকি মূল্যে সার-বীজ-সেচের পানি সরবরাহ, এবং কৃষি উপকরণ সহায়তা জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।
২. কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয়কৃত শস্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মূল্য-সমর্থন সহায়তা দেয়ার জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।
৩. বর্গাচাষী এবং নগদ অর্থে লিজ নেওয়া কৃষকদের স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।
৪. পারিবারিক কৃষকদের আর্থিক সক্ষমতা ও দুরাবস্থা বিবেচনায় রেখে শস্য ও পশুসম্পদ বীমা চালু করবার লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।
৫. নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন সম্প্রসারণের জন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে, যা দেশের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে।
৬. কৃষকদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে সরকারকে সরাসরি শস্য ক্রয় বাড়াতে হবে এবং এজন্য গুদাম ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়াতে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।
৭. খাসজমি পাওয়া পারিবারিক কৃষি-খানাগুলো যেন জমি ধরে রাখতে ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে, সেজন্য টেকসই কৃষিভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নে বাজেটে বিশেষ স্কিমের বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

২. গ্রামীণ নারী

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ৪৩ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

১. নারী কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি ও কৃষি কার্ড প্রদান-পূর্বক জামানতবিহীন কৃষিঋণ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।
২. ফসল-মৌসুমে ভূমিহীন ও দুস্থ গ্রামীণ নারীদের কৃষি-অনুদান সহায়তার জন্য বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।
৩. গ্রামীণ নারী কৃষকদের জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেটে পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি বীমা (আর্থিক সক্ষমতা ও দুরাবস্থা বিবেচনায়) ইত্যাদির জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. গ্রামীণ ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (*গ্রামীণ নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্তর ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং উপকরণসহ*) এবং ই-কমার্স ও ডিজিটাল মার্কেটিং সহায়তার জন্য বাজেট বরাদ্দ চাই।

৫. বিধবা, পরিত্যক্ত ও নারীপ্রধান পরিবারের সদস্যদের আইনি সহায়তা ও সামাজিক সুরক্ষায় কাঠামো গঠনে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৬. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে স্থানীয় পর্যায়ে সুরক্ষা কেন্দ্র ও মনোসামাজিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখতে হবে।

৭. গ্রামীণ নারী বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের পথ সুগম করতে সচেতনতা ও কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. যুব জনগোষ্ঠী

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে যুব জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ৬৭ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে— যার অন্তত ৪০% যুব-নারীদের জন্য বরাদ্দ দিতে হবে।

১. মানবসম্পদ উন্নয়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, জীবনদক্ষতা উন্নয়ন, কর্মমুখী শিক্ষা, ডিজিটাল সক্ষমতা ও ই-কমার্স, মানসিক স্বাস্থ্য-সুরক্ষা, ইংরেজিসহ অন্য ভাষা শিক্ষা এবং সুরক্ষিত অভিবাসন—এই খাতগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করে যুব জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দ বিন্যাস করতে হবে।

২. কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষাকে আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ মানোন্নয়ন, প্রশিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ উপকরণ যুগোপযোগীকরণে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ চাই।

৩. উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে আগ্রহী যুবদের সহযোগিতার লক্ষ্যে (উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ঋণপ্রাপ্তি, বাজার সংযোগ, ব্যবসায়িক রেজিস্ট্রেশন সহায়তা ইত্যাদি) বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ দিতে হবে।

৪. প্রান্তিক এবং গ্রামীণ যুব নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট আলাদা এবং সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ দিতে হবে।

৪. আদিবাসী জনগোষ্ঠী

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ১০ হাজার ১০০ কোটি টাকা কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে— যার ৬০% সমতলের এবং ৪০% পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য ।

সকল আদিবাসীদের জন্য (সমতল ও পার্বত্য অঞ্চল উভয়)

১. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট, হালনাগাদ ও গোষ্ঠীভিত্তিক পরিসংখ্যান প্রস্তুতের জন্য বিশেষ আদিবাসী জনশুমারি পরিচালনার জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে।

২. পার্বত্য ও সমতল আদিবাসীদের জন্য ভিন্ন বরাদ্দ থাকতে হবে--খাতভিত্তিক ও উপখাতভিত্তিক লাইন-আইটেম সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত বরাদ্দ দিতে হবে।

৩. আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মাঝে নির্বাচিত অতিপ্রান্তিক গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষা ও জীবনমান নিশ্চিতে কর্মসূচির জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।

৪. আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রাকৃতিক বন ও পানির উৎস রক্ষা ও উন্নয়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য

৫. সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন ও তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পাঁচ বছর মেয়াদি বাজেট থাকতে হবে।

৬. সমতলের আদিবাসীদের বেদখল হওয়া জমি উদ্ধার এবং এর পুনর্বাসনের জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ দিতে হবে।

৭. সমতলের আদিবাসীদের প্রথাগত সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ চাই।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য

৮. অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ও উদ্বাস্তু পাহাড়ি আদিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

৯. জুম চাষী পরিবারগুলোর জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান এবং তাদের কর্মহীন সময়ের জন্য জরুরি রেশন সরবরাহ নিশ্চিত করতে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

১০. হেডম্যান ও কারবারিদের ভাতা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

১২. পার্বত্য অঞ্চলের কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও সেবা নিশ্চিত করতে বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

১৩. পার্বত্য অঞ্চলে মুষ্টি চাল-ভিত্তিক কমিউনিটি স্কুলের জন্য বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

১৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন সমন্বয়ের জন্য পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বছরে কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকা এবং পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের জন্য অন্তত পক্ষে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে।

১৫. পার্বত্য এলাকার ইচ্ছুক সেটলার বাঙালিদের সমতলে পুনর্বাসন উদ্যোগের জন্য ন্যূনতম ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে।

৫. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত মানুষ

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি-ভূমি-জলাসংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ৫৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

১. একটি স্থায়ী জাতীয় ভূমি ও কৃষি সংস্কার এবং পরিবেশ সুরক্ষা কমিশন গঠনের জন্য বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

২. ভূমি সংস্কার, জলাশয় রক্ষা ও কৃষি ন্যায্যতার বাস্তবায়ন তদারকির জন্য একটি কার্যকর মনিটরিং ও অডিট সেল গঠন করতে হবে, সেল পরিচালনার জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ থাকতে হবে।

৩. সরকারি খাসজমি ও জলাশয় সিএস (CS) রেকর্ড অনুযায়ী সঠিকভাবে উদ্ধার ও সংরক্ষণ করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।

৪. নদী খনন, জলাশয় রক্ষা, হাওর খনন ও উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে ।

৫. জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত কারণে ভূমিহারানো খানার পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় কর্মসূচির জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।

৬. সময়মতো ফসল ঘরে তোলার জন্য জলবায়ু উপযোগী 'আর্লি ভারাইটি' ধান কৃষকদের মাঝে দ্রুত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

৭. ভূমি-মন্ত্রণালয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ নিচের খাতগুলোর ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত হতে হবে —

- কমপক্ষে ১ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ২ লক্ষ বিঘা জমি বন্দোবস্ত সামনের বছরের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া।
- ২০ হাজার প্রকৃত জেলেকে কমপক্ষে ৫০ হাজার বিঘা খাস জলাশয়ে বন্দোবস্ত দিতে তাদের লীজ মানির অর্থ ভর্তুকি কিংবা ঋণ হিসাবে দেয়া।

৮. কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ দাবি—

- ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য স্বল্প সুদের কৃষি ঋণ: ৩,০০০ কোটি টাকা।
- হাওর অঞ্চলের প্রকৃতিবান্ধব উন্নয়ন— পরিকল্পিত বাঁধ ব্যবস্থাপনা, জলাধার সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট মৎস-উৎপাদন উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি, হাওর অঞ্চলে বজ্রপাতে প্রাণহানি রোধে আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর জন্য নৌকা ক্রয় ও বরাদ্দ বরাদ্দ: ৫,০০০ কোটি টাকা।
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে বাজারভিত্তিক সহায়ক অবকাঠামো ও প্রণোদনা: ৭,০০০ কোটি টাকা।
- ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি বীমা: ১,০০০ কোটি টাকা।

৯. প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা বন্ধ থাকায় জেলেদের জন্য প্রণোদনা এবং নিষিদ্ধ জাল রোধে অভিযানের জন্য বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জলজ সম্পদ সুরক্ষিত থাকে।

৬. নগর দরিদ্র

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ২৬ হাজার ৭০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

১. নগর এলাকার সকল অবকাঠামো যেন জলবায়ু সহনশীল এবং নারী, প্রতিবন্ধী ও শিশুবান্ধব হয় তার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

২. নগরের অকৃষি খাসজমি ব্যবহার করে নগর দরিদ্রদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ দিতে হবে।

৩. নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্পসুদের গৃহঋণ তহবিল/প্রকল্প চালু করতে বাজেট দিতে হবে।

৪. নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সৃজন ও বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।

৭. হিজড়া জনগোষ্ঠী

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

১. হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রকৃত জনসংখ্যা, জীবনমান ও চাহিদা নির্ধারণে একটি অংশগ্রহণমূলক ও স্বতন্ত্র জাতীয় সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে।

২. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে।

৩. কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কর্মসূচিতে হিজড়া জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচিতে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সহজ শর্তে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে বাজেটে বরাদ্দ থাকতে হবে।

৫. হিজড়া জনগোষ্ঠীর সাধারণ ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বাজেটে পৃথক বরাদ্দ রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে তাদের জন্য উপযোগী স্বাস্থ্য সেবা চালুর জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে করতে হবে।

৮. দলিত জনগোষ্ঠী

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ৫০০ কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

১. দলিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত জনসংখ্যা, জীবনমান ও চাহিদা নির্ধারণে একটি অংশগ্রহণমূলক ও স্বতন্ত্র জাতীয় সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে।

২. দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে।

৩. দলিত জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি, এবং স্বাস্থ্যসেবায় অভিগম্যতা বাড়াতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

৯. চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠী

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

১. চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর প্রকৃত জনসংখ্যা, জীবনমান ও চাহিদা নির্ধারণে একটি অংশগ্রহণমূলক ও স্বতন্ত্র জাতীয় সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখতে হবে।

২. বর্তমান অপ্রতুল মজুরির প্রেক্ষিতে "মজুরি ভর্তুকি" বা "জীবনযাপন ব্যয় সহায়তা" কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখবার মাধ্যমে তাদের মজুরি বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে।

৩. চা-বাগান মালিকদের দায় নিশ্চিত করে সরকারের পক্ষ থেকে চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে—

- চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মানসম্পন্ন বিদ্যালয়, শিক্ষা উপকরণ ও বিশেষ উপবৃত্তি চালু করবার জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে।
- স্বাস্থ্যসেবা এবং নারী চা-শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. নদী-ভাঙা মানুষ

আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে নদী-ভাঙা মানুষের জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

১. নদী-ভাঙা গৃহহীনদের জন্য ডিজিটাল ডাটাবেইস তৈরি করতে হবে, যাতে তাদের সহায়তা, পুনর্বাসন ও সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা স্বচ্ছ ও সহজ হয়।

২. নদীভাঙনপীড়িত জনগণের জন্য জাতীয় পুনর্বাসন তহবিল গঠন করতে হবে, যা জরুরি সহায়তা ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি আবাসন, জীবিকা পুনর্গঠন এবং জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে।

সারকথা

সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দ অতি অপ্রতুল এবং আশু বৃদ্ধি অতি জরুরি। জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণের আলোকে দেখা যায়, বাংলাদেশের উন্নয়ন কাঠামোয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর—জন্য বরাদ্দ এখনো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

বর্তমান বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চাপের কারণে আসন্ন অর্থবছরের বাজেটের আকার যদি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি নাও পায়—বরাদ্দ হতে হবে ন্যায্যতা-ভিত্তিক, মানবিক, ও কৌশলগত; যেন যাদের প্রয়োজন বেশি, সেখানে বরাদ্দ পৌঁছায়। আমরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যে অঙ্কের বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছি তা ন্যায্য এবং

যৌক্তিক—দেশের ৯০% মানুষের জন্য মোট বরাদ্দ দাবি ২ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার চেয়ে কম; যদি আসন্ন অর্থবছরের বাজেটের আকার ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকার মতো হয়, তাহলেও এই দাবি মোটেও অন্যায্য নয়। তদুপরি, এই বর্গগুলো একে অন্যের সাথে মিশে আছে (যেমন: গ্রামীণ নারীর মধ্যে যুব-নারীও রয়েছেন, আবার তাদের মধ্যে অনেকে কৃষক-ও বটে, আবার অনেকে আদিবাসীও); চূড়ান্ত ভাবনার সময় সরকার যদি একই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে নানান পরিচয়ের একই মানুষকে উন্নয়নের অংশীদার করতে পারে—তাহলে বরাদ্দ যৌক্তিক এবং সাশ্রয়ী হয়।

আমরা প্রান্তিক-জনগোষ্ঠী অনুযায়ী যে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব করেছি, সেটি উন্নয়ন ও পরিচালন বায়ের যোগফল। গড়ে, আমাদের দেশের জাতীয় বাজেট মোট ১০০ টাকার হলে—এর মধ্যে ৩৫ শতাংশ উন্নয়ন বরাদ্দ, আর বাকি ৬৫ শতাংশ পরিচালন ও সম্পৃক্ত ব্যায়। অর্থাৎ, আমরা যে বরাদ্দ দাবি করছি তার মধ্যে ৩৫ শতাংশ উন্নয়ন বরাদ্দ, বাকিটুকু পরিচালন ও সম্পৃক্ত ব্যায়। এই পরিচালন ব্যায়ের মধ্যে আসলে কতটুকু প্রকৃত অর্থেই প্রয়োজনীয় আর কতটুকু অপব্যায় তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আমরা প্রশ্ন তুলেছি। অপব্যায় এবং অন্যায্য পরিচালন ব্যায় যে আমাদের মাথার ওপর একটি পর্বতসম বোঝা, সেটি নিয়েও আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে—কৌশলী এবং মানবিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই পরিচালন ব্যায় হ্রাসের সবরকম প্রয়াস নেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে, অর্থনৈতিক-সংকটের এই সময়ে, অপ্রয়োজনীয় পরিচালন ব্যায় হ্রাস করা শুধুমাত্র জরুরি দাবি নয়, বাজেটে জনগণের ন্যায্য হিস্যা প্রতিষ্ঠায় এর কোনোই বিকল্প নেই

বাজেট যদি নাগরিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতিফলন ঘটাতে না পারে, তবে তা হয়ে ওঠে বৈষম্যমূলক। বাজেটের অঙ্ক বাড়ানো যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন ন্যায্যতা-ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক কাঠামো। বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট নয়—হতে হবে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সক্রিয় জন-সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন জোরদার নাগরিক নজরদারি।

বাজেট প্রণয়নের সমগ্র প্রক্রিয়াটি পূর্ণমাত্রায় অংশগ্রহণমূলক হয়ে উচিত যেন দেশের প্রান্তিকতম গোষ্ঠিটিও তাদের দাবি ও মতামত তুলে ধরতে পারেন। প্রান্তিক, আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীকে সাধারণ "প্রান্তিক" শব্দের মাধ্যমে নয়, বরং নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভিত্তিক প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপটে আলাদা বাজেট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে— প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাদের প্রান্তিকতা (Marginalization) ও জীবিকা (Livelihood) অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি বটম-আপ (স্থানীয় বা তৃণমূল থেকে ধাপে ধাপে জাতীয় পর্যায়ে) পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে, যার মাধ্যমে বাজেট প্রস্তুতির শুরু হবে ইউনিয়ন স্তর থেকে এবং ধাপে ধাপে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায় অতিক্রম করে সর্বশেষে জাতীয় স্তরে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ করা হবে। আলোচনা শুরু করতে হবে অন্তত ৬ মাস আগে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামত এবং প্রয়োজনসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে এবং অগ্রাধিকারক্রমে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতি দেশের সমন্বিত ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে এবং সম্পদের যথাযথ বরাদ্দে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রয়োজন—সমগ্র বাজেটের চিন্তাগত ও কাঠামোগত আমূল পরিবর্তন। বাজেট পরিকল্পনা, বরাদ্দ এবং বাস্তবায়নের প্রতি ধাপে দরকার সংস্কার—যা একমাত্র অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের দর্শনের ভিত্তিতেই সম্ভব। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণমানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রকৃত-অধিকারভিত্তিক সমাধান সম্ভব নয়।